



বিশ্বের বীজ কোম্পানিগুলোর
মূল্যায়ন ও ক্রমবিন্যস (র্যাঙ্কিং)
- বীজ সূচক

দ্য ওয়ার্ল্ড বেঙ্গমার্কিং এলায়েন্স (ডব্লিউ.বি.এ.)

লাল তীর বীজ সূচকে 'লাল তীর সীড়'
 এর ক্রমবিন্যস (র্যাঙ্কিং) ২০২১
দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া



LAL TEER SEED LIMITED

The First Research-Based ISO 9001:2015 Certified Seed Company in Bangladesh



বীজ কোম্পানিগুলোর মূল্যায়ন এবং ক্রমবিন্যস

একটি ব্যাপারে সবাই একমত যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ১৬টি শর্ত পরিপূরণে বেসরকারি খাতের ভূমিকা খুবই প্রকৃতপূর্ণ। তবে কোন খাতের কোন কোম্পানি কোন এসডিজির কোন নির্দিষ্ট শর্ত পূরণে বেশি বা কম অবদান রাখছে তা নির্ধারণে কোন প্রতিষ্ঠিত নির্ণয়ক ছিল না। এ সমস্যা সমাধানে ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্য ওয়ার্ল্ড বেঞ্চমার্কিং এলায়েন্স (ডবিআউবিএ)। যার অর্থায়ন করেছে ডাচ, ডেনিশ, ব্রিটিশ, সুইডিশ ও জার্মান সরকার। ২০১৭ সালে যুক্তবাস্ত্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে চলাকালে ডবিআউবিএর কার্যক্রম শুরু হয়। ডবিআউবিএর আসল লক্ষ্য হলো, এসডিজি অর্জনে বেসরকারি খাতগুলোকে চিহ্নিত করা এবং ঐ খাতের কোম্পানিগুলোর বর্তমান অবদানের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতে কিভাবে আরো বেশি অবদান রাখতে পারে তা নির্ণয় করা। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা।

ডবিআউবিএ পাঁচ ধাপে কাজ করে। প্রথমত, এসডিজির ১৬টি শর্তকে ৬ প্রোতিতে ভাগ করেছে। কোন বাণিজ্যিক খাত কোন শর্ত পূরণে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারে সেগুলোকে চিহ্নিত করা। অতঃপর এসব প্রতিষ্ঠান কিভাবে এসডিজি অর্জনে আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে তা চিহ্নিত করা। যেমন; সামাজিক ব্যবস্থা; খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থা; কার্বন হাস এবং শক্তি; সার্কুলার ব্যবস্থা; ডিজিটাল ব্যবস্থা; নাগরিক এবং আর্থিক ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, এই সাত প্রোতিতে অন্তর্ভুক্ত বা প্রাসঙ্গিক শিল্পগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোর রূপান্বিতকরণে যেসব ইতিবাচক ও নেতৃত্বাচক প্রক্রিয়া প্রভাবিত করতে পারে সেগুলোকে চিহ্নিত করা। এই নীতির উপর ভিত্তি করে ডবিআউবিএ ৭৪টি দেশে বিভিন্ন খাতের এমন দুই হাজার প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে, যেসব প্রতিষ্ঠান এসডিজির শর্তগুলো বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে।

সার্বজনীনভাবে সহজলভ্য তথ্য, তথ্যতত্ত্বিক জরিপ এবং নির্ভরযোগ্য তৃতীয় পক্ষের উৎস থেকে খোঁজখবর নিয়ে ডবিআউবিএ একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে থেকে কোম্পানিগুলোর কার্যের পরিধি অনুযায়ী এগুলোকে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস (Ranking) করেছে। বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মূল্যায়নে, তাদের কার্যক্রমের বিভিন্ন বিভাগের (কার্যক্রম) দক্ষতা, সংস্করণ ও সাফল্য মূল্যায়নের পাশাপাশি, এসব কার্যক্রম আরো দ্রুত উন্নতিসাধন করার মাধ্যমে কিভাবে টেকসই উন্নয়নে গতি আনতে পারে সেসব বিষয়ে পরামর্শ দেয়। একইসাথে খাতওয়ারী কোম্পানিগুলোর কার্যক্রমকে ক্রমানুসারে সাজানোর মাধ্যমে তারা যেন নিজেদের কার্যক্রমকে আরো অধিকতর উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী, গাহক, এনজিও, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং অন্যান্য ঝুঁকি গ্রাহকদের সামনে নিজেদের কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রদর্শনে উদ্যোগী হয় সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা।

ডবিআউবিএর নির্বাহী পরিচালক গারেন্ডেড হ্যাতারক্যাম্প বলেন, ‘এই প্রথমবারের মতো খাতওয়ারী যেসব কোম্পানি এসডিজি (SDG) অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সেগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই হাজার প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হচ্ছে। ভালো বা খারাপ যাই করুক এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের ভবিষ্যত গঠনে, বিশেষ করে এসডিজি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে। তাদের মাধ্যমেই বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজেদের অগ্রগতি মূল্যায়নে ডবিআউবিএর বেঞ্চমার্কগুলো যেমন ব্যবহার করতে পারবে, তেমনি এই মূল্যায়নের মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে বিজ্ঞান ও সমাজ তাদের কাছে কী আশা করে। এছাড়া এই বেঞ্চমার্ক মূলত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের নিজস্ব কার্যক্রমের সংস্করণ প্রদর্শন করবে এবং নিজেদের সমকক্ষ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করবে।’

বীজ সূচকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বীজ সূচক ক্ষুদ্র পর্যায়ের কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বীজ প্রতিষ্ঠানগুলোর অবদান ও প্রচেষ্টাকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে এনে তাদের দক্ষতার পরিমাপ এবং তুলনামূলক মূল্যায়ন করেছে। প্রাথমিকভাবে এই সূচকের লক্ষ্য হলো কৃষি খাতে উপাদান-উপকরণ যোগানদার প্রতিষ্ঠানগুলোর ভালো অনুশীলনগুলো শনাক্ত করা। একই সাথে বীজ শিল্প কিভাবে আরও এগিয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে তার ভিত্তি প্রস্তুত করা। এই সূচকের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বীজ শিল্পের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করে এগুলোর কার্যক্রমকে আরো জোরদার করা যাতে কোম্পানিগুলো এসডিজি এর লক্ষ্যগুলো অর্জনে দক্ষতার সাথে অবদান রাখতে পারে।

উল্লেখ্য যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় মাথাপিছু কৃষি জমি অনেক কম ও আকারে ছোট। জমির আকার ছোট বিধায় চাষীরা গরীব। এসব ক্ষুদ্র চাষীরা ছোট আকারের জমিতে চাষাবাদ করে। তাই কৃষকরা যাতে কম জমিতে বেশি ফলন পেতে পারেন সেজন তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা অতি আবশ্যিক। কেননা অধিক ফলনই হলো খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের প্রধান চাবিকাঠি, যা এসডিজিতে উল্লেখিত প্রধান চ্যালেঞ্জ গুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই ক্ষুদ্র কৃষকদের ছোট আকারের জমিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে বীজ প্রতিষ্ঠানগুলো চাষীদের শুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বীজ সূচকে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমের মূল্যায়নের উপর আলোকপাত করার মূল উদ্দেশ্য হলো বীজ কোম্পানিগুলো যাতে করে ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছে উপাদান-উপকরণ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে তাদের প্রয়োজনমাফিক পৌঁছাতে অঞ্চলীয় ভূমিকা পালন করে। একই সাথে ইদানিংকালের নতুন লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা করে কীভাবে কৃষি উৎপাদন আরো বাড়ানো যায়। এই প্রশ্নের উত্তরের একটি বড় অংশ হলো প্রজননের মাধ্যমে নতুন নতুন জাতের উদ্ভাবন এবং এসব নতুন জাত ক্ষুদ্র কৃষকদের কাছে যথাসময় পৌঁছানো। এ কাজটি একমাত্র সম্মুখ বীজ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। এই বীজ সূচক উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উন্নত বীজের প্রাপ্ততা নিশ্চিতকরণে নেতৃত্বান্বিত বীজ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচেষ্টাকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে পর্যালোচনা করে তাদের মূল্যায়ন তুলে ধরেছে।

একটি আন্তর্জাতিক এজেন্ডার ভিত্তিতে খাদ্য এবং কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে জড়িত এই খাতে বিশ্বের মোট ৩৫০টি প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়ন ও ব্যাংকিং করে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে এ খাতের কৃপান্তরিতকরণে এমন ত্রিমাত্রিক বিষয়, যেমন - পুষ্টি, পরিবেশ এবং সামাজিক দায়িত্ব। মূল কথা হলো ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের জন্য এই খাতে রাপান্তরমূলক পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষি খাতকে রাপান্তরের জন্য প্রয়োজন হবে পরিবেশগত, জলবায়ুর পরিবর্তন, লরণাক্ততা বেড়ে যাওয়া, জমির উর্বরতা কমে যাওয়া, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক চাপের সাথে তাল মিলিয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য বড় আকারের মৌলিক পদক্ষেপ। একইসাথে এই বেঁধেমার্কের লক্ষ্য হলো; পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে কৃষি ব্যবস্থাপনার অনুশীলনে উদ্বৃদ্ধি করা। সেইসঙ্গে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব এমনভাবে ব্যবহার করা যা কৃষি পণ্যের মূল্য শিকলে (Value Chain) জড়িতদের একই কাজ একসাথে করতে উৎসাহিত করবে।

খাদ্য ও কৃষি খাতে বীজ কোম্পানিগুলোর মূল্যায়ন ও পদমর্যাদা (দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া)

চাহুটি মাপকাঠির ভিত্তিতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১৯টি দেশের প্রাক-বাছাইপূর্বক ৩১টি প্রভাবশালী বীজ প্রতিষ্ঠানের (১৩টি বৈশ্বিক ও ১৮টি আঞ্চলিক) মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই কোম্পানিগুলো এতদঅধিলের ক্ষেত্রে শুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। কেননা এই কোম্পানিগুলো বিভিন্ন জাতের শাক-সবজি ও ক্ষেত্র ফসলের উন্নয়নে প্রজনন, উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন, মানসম্মত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে জড়িত। ফলে এ অঞ্চলের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বাড়াতে আবদান বাধাই রাখে। একই সাথে ক্ষেত্র কৃষকদের আয়ের নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নে শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২১ সালের বীজ সূচকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য যে শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর পাঁচটি বিশ্বব্যাপি এবং বাকি পাঁচটি আঞ্চলিকভাবে সক্রিয়। অর্থে ২০১৯ সালে শীর্ষ পাঁচের সবগুলো প্রতিষ্ঠানই ছিল বৈশ্বিক। এই বীজ সূচক, শীর্ষ বীজ প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটা নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী যথাযথভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া ছাড়াও, বীজ শিল্প কিভাবে ক্ষেত্র কৃষকদের সহায়তা করার লক্ষ্যে আরও বেশি অবদান রাখতে পারে সে-সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া পুষ্টিহীনতার বিকল্পে লড়াইয়ে শিথিলতা দেখা দেয়ার ফলে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এশিয়ায় “বিশালাকারের মানবিক ক্ষতি” সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। এই অঞ্চলে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার। জমির আকার, উর্বরতা কমে যাওয়া ও পরিবর্তনশীল জলবায়ুর কারণে কৃষি উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যার কারণে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নেতৃত্বাচকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। সেজন্য জলবায়ুর প্রবণতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মতো নতুন জাতের খাদ্যশক্ত্যের বীজ উদ্ভাবন করে যদি ক্ষেত্র কৃষকদের দৌরণেড়ায় পৌছানো না যায় তাহলে খাদ্য উৎপাদন আরো কমে যাবে। তাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি ও খাদ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখ্যামুখি হবে। জাতিসংঘ বলছে, ক্ষেত্র চাষাদের বিস্তৃত পরিসরের ব্যবস্থার মধ্যে একটি খাদ্য মূল্য শৃঙ্খলে (Value Chain) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে জীবন সম্পর্কীত ও জীবক্রিয়া (biotic and abiotic) বিভিন্ন নেতৃত্বাচক প্রভাবের চাপ-সহনশীল ফসলের বীজ। বীজ শিল্পকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অংশীদারিত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে।

পদমর্যাদার ক্রমবিন্যাস, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-২০২১

লাল তীর সীডের অবস্থান-পদমর্যাদা

৩১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশের উপরে ক্ষেত্রে করেছে। যার মধ্যে লাল তীরের অবস্থান ৮ম।

ক্রমিক	কোম্পানির নাম	আঞ্চলিক / বৈশ্বিক দেশ	ক্ষেত্র
০১.	ইস্ট ওয়েস্ট সীড	থাইল্যান্ড	৮১.৯
০২.	অ্যাডভানটা	বৈশ্বিক	৭৭.২
০৩.	বায়ার ক্রপ সায়েল	বৈশ্বিক	৭৬.১১
০৪.	মাহাইকো এণ্ট্রো	ভারত	৭১.৭
০৫.	এক্সেন হাইডেগ	ভারত	৬৪.৬
০৬.	রিজক জাওয়ান	বৈশ্বিক	৫৯.৪
০৭.	লাল তীর সীড	বাংলাদেশ	৫৯.৩
০৮.	সিনজেনটা ফ্রপ	বৈশ্বিক	৫৬.৮
০৯.	জেকে এগ্রি জেনেটিকস	ভারত	৫১.৭

বিভিন্ন বিষয়ে লাল তীর সীডের অবস্থান (Score)

বিষয়বস্তু	মূল্যমান	ঙ্কার
প্রশাসন ও কৌশল	১০	৩.৩
জেনেটিক ও বুদ্ধিগতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা	১৫	৮.৮
গবেষণা ও উন্নয়ন	২০	১৫
বীজ উৎপাদন	১৫	১০.৩
বিপণন ও বিক্রয়	২৫	১৮
সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫	৮.৩
লাল তীর সীড এর প্রাপ্ত মোট ঙ্কার	১০০	৫৯.৩

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৩১টি নেতৃত্বান্বিত বীজ কোম্পানির এ মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এ ধরনের শিল্প সব দেশেই আছে। তবে প্রশংসন হলো ক্ষুদ্র কৃষকের প্রয়োজনমাফিক ফসলের জাত উন্নোবন এবং প্রক্রিয়াজাত করে তাদের চাহিদামাফিক মোড়কজাত করে বাজারজাত করে কিনা। এছাড়াও বিপণন ও বিক্রয় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নতুন বীজ ও প্রযুক্তির ব্যবহারে কৃষকদের প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা। ফসলের নতুন জাত উন্নোবন একটি বিবিড় গবেষণার বিষয় বলে এটা একদিকে সময় সাপেক্ষ, আবার অন্যদিকে খুব ব্যয়বহুল। এর ফলে ফসলের প্রজনন ও বীজ উৎপাদন কার্যক্রম কয়েকটি উন্নত দেশে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে। সেজন্য সব দেশে বীজ খাতের উন্নয়ন একই মাত্রায় নয়। এ জন্যেই এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষুদ্র চাষীদের কাছে এখনও উন্নত বীজ ও উৎপাদন প্রযুক্তি যথাযথভাবে পৌঁছানো যায়নি।

প্রতিদিন গোটা বিশ্বের প্রায় একশ কোটি মানুষের ক্ষুধা এখনো একটি দৈনন্দিন বাস্তবতা। ধারণা করা হচ্ছে আগামী দশকগুলোতে বিশ্বব্যাপি জনসংখ্যা আরও দুইশ কোটি বৃদ্ধি পাবে। আর যেসব অংশে জনসংখ্যা বৃহলাশে বৃদ্ধি পাবে, ঠিক ঐ অংশগুলো বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তাহীন বলে বিবেচিত। এ কারণেই ভবিষ্যতে এসিসির অংশনে খাদ্য চাহিদা মেটানোর অন্যতম চাবিকাঠি হবে ক্ষুদ্র কৃষকদের হাতে উন্নত জাতের বীজ পৌঁছানো ও নিয়ে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার। এক্ষেত্রে বীজ শিল্প একটি বিশেষ ও শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ্রামীণ অর্থনীতির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর লক্ষ্য পূরণে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করতে কৃষকদের জন্য মানসম্পন্ন বীজ একটি অপরিহার্য উপকরণ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খাদ্য উৎপাদনের মেরুদণ্ড হলো ক্ষুদ্র কৃষকরা। কিন্তু তারা আজও ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে ভোগে। এ কারণে তারা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। এই অংশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং ক্ষুধা নিরাবরণের ফ্রেন্ডে ক্ষুদ্র কৃষকরা যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখ্যামূর্খি হচ্ছেন তা মোকাবেলা অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে সবচেয়ে কার্যকর ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে স্থানীয় বীজ খাত। কেননা এক মাত্র বীজ খাত ক্ষুদ্র কৃষকের ছোট আকারের সীমিত জমিতে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারলে, একদিকে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে, অন্যদিকে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে।

লাল তীর সীড লিমিটেড - গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

১৯৯৫ সালে মাল্টিমোড ফ্রপ এবং ইস্ট-ওয়েস্ট সীডের যৌথ উদ্যোগে “লাল তীর সীড লিমিটেড” প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে নাম ছিল ইস্ট-ওয়েস্ট সীড, বাংলাদেশ। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় লাল তীর সীড লিমিটেড। ক্ষেত্র কৃষকরাই লাল তীর সীডের প্রধান গ্রাহক। লাল তীর সীডের প্রজননবিদ্যা, চেকস কোলিসম্পদ ও জীবনগত উপাদানের বুদ্ধিবৃত্তিক ও যুক্তিসম্মত উপযোজনের মাধ্যমে নিত্য-নিয়ত নতুন নতুন শস্যের জাত উদ্ভাবনে নিয়োজিত। নতুন জাত উচ্চ ফলশীল বিধায় ক্ষেত্র কৃষকের কাছে সমাদৃত এবং কৃষকের আশা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত লাল তীর সীড মোট ৩৫টি শাক-সজি ও বিভিন্ন ফসলের মোট ১৬৫টি জাত কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌছাতে সক্ষম হয়েছে। নতুন এসব উদ্ভাবিত জাতের কোনটি খোঁ সহিষ্ঠ, কোনটি লবণসহিষ্ঠ, কোনটা রোগ-জীবাণু ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধক; তবে সবগুলোই কৃষকের পছন্দনীয় ও স্বাদে-গন্ধে ভোক্তার নিকট গ্রহণীয়। বাংলাদেশে বিপণন ও বিতরণের সাথে সাথে বর্তমানে নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, উগান্ডা, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস ও যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করছে।

২০১০ সাল থেকে ধানের নতুন জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে লাল তীর গবেষণা শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তাদের নতুন উদ্ভাবিত পাঁচটি ধানের জাত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অনুমোদন পেয়েছে। পাশাপাশি বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় ধানের বীজ উৎপাদন করছে। এছাড়া লাল তীর বর্তমানে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনসিটিউট (IRRI) এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউটের (BRRI) সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

লাল তীর দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার যেমন, চীনাবাদামের জাত উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব নিউ মেক্সিকো, সংয়াবিনের জাত উন্নতকরণে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় এবং লবণাক্তা সহিষ্ঠ গম ও সবজির জাত উদ্ভাবনে ইউনিভার্সিটি অব গোথেনবার্গ, সুইডেনের সহায়তায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষি ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যক্রম

লাল তীর তুলা, ভুট্টা, পেঁয়াজ, চীনাবাদাম, সংয়াবিন ও সুরমুখীর মতো তেলবীজের উপরও দৃষ্টি নিবন্ধ করেছে। শিগগিরই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের ডাল-বীজ উন্নয়নের পরিকল্পনা করছে। অতি সম্প্রতি দেশে বেশম উৎপাদন বাড়তে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

➤ ফসল সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও গুণগতমান উন্নয়ন:

চেনস ক্রপ-সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৮ সাল থেকে লাল তীরের একটি অংগ সংগঠন হিসেবে কিটিনাশক ব্যবসা শুরু করেছে। উন্নত বালাইনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলকে বালাই আক্রমণ হতে সুরক্ষা প্রদান করে কাঞ্চিত উৎপাদন নিশ্চিত করণ চেনস ক্রপ-সায়েন্স এর মূল নীতি। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য সমর্পিত বালাই ব্যবস্থাপনার তথ্য সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায়, সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহারের মাধ্যমে গুণগত ফসল সংরক্ষণ করাই চেনস ক্রপ-সায়েন্স এর অন্যতম কাজ।



Chens Crop-Science Bangladesh Limited
(চেনস ক্রপ-সায়েন্স বাংলাদেশ লিমিটেড)

গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন

স্থানীয় গবাদি পশুর (গরু ও মহিষ) জাত উন্নয়নে লাল তীর লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট (বিডি) লিমিটেড বেসরকারি থাতে প্রথম বাংলাদেশী গবেষণাভিক্ষিক প্রতিষ্ঠান। ২০১০ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠান গরু ও মহিষের জাত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই গবেষণা কার্যক্রম লাল তীর লাইভস্টক (এলটিএল) নামে পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো; বাংলাদেশের আবহাওয়া, দেশে সহজলভ্য পশু খাদ্য এবং শুল্ক চাষীদের গবাদি পশু ব্যবস্থাপনার শুণগতমান, তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও কার্যক্ষমতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে নতুন গরু ও মহিষের জাত উন্নয়ন ও উন্নয়ন। লক্ষ্য হলো; বাংলাদেশে মাংস ও দুধের উৎপাদন বাড়ানো। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের বিজ্ঞানীরা বৃক্ষিক্রিক ও জেনেটিক বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জাত উন্নয়নের পাশাপাশি পশুখাদ্য উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসম্মতভাবে শুল্ক শুল্ক খামারী কর্তৃক পশুসম্পদ প্রতিপালনের ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নাবনে অবিরত গবেষণা চালাচ্ছে। লাল তীরের গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে নিজস্ব নতুন ব্রিড বা জাত উন্নয়নের জন্য জেনেটিক ফার্ম, উন্নত জাতের ঘাঁড়ের ঘাঁটি (Bull Station), আন্তর্জাতিক মানের শুক্রানু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং শুক্রানুর মান নির্যাপের পরিষ্কারাগার। তাছাড়াও আছে পশুখাদ্যের জার্ম প্রাইজম ব্যাংক। ঘাঁড়ের ঘাঁটি, শুক্রানু সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ পদ্ধতি ও সংরক্ষণাগার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত (রেজিঃ নং-২) এবং ISO 9001:2015 সনদপ্রাপ্ত।

দুধ ও মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে মহিষ (Bubalus bubalis) দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বাংলাদেশের জলবায়ুর পরিপ্রেক্ষিতে মহিষ অত্যন্ত উপযোগী প্রাণী সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও উৎপাদন-শীলতা (মাংস ও দুধের) বৃদ্ধির জন্য দৃশ্যমান কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। পৃথিবীর বৃহত্তম দুধ উৎপাদনের দেশ ভারতে ৭০ শতাংশ দুধের উৎপাদন হয় মহিষ থেকে। তাছাড়া ভারত প্রতি বছর ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মহিষের মাংস বন্ধন করে। পাকিস্তানে মোট দুধ উৎপাদনের ৬৮ শতাংশ মহিষ থেকে উৎপাদন হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ একেবারেই পিছিয়ে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লাল তীর লাইভস্টক ২০১০ সাল থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদকে দুধ ও মাংস উৎপাদনের মূল ধারায় নিয়ে আসতে নিরলসভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। মহিষের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিশেষ উদ্যোগের অংশ হিসাবে জৈব-প্রযুক্তি উন্নাবনে বিশুদ্ধাত প্রতিষ্ঠান বেইজিং জেনোমিক ইনসিটিউট (BGI) এর সহযোগিতায় বিশ্বে প্রথমবারের মতো মহিষের জিনোম সিকোয়েঙ্গিং সম্পন্ন করেছে। মহিষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এটি একটি একটি মাইলফলক। এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রবন্ধ স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক জার্নাল “ইকোলজি অ্যান্ড ইভলুয়েশন”, ভলিউম ৬, ২০১৯-এ প্রকাশিত হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবনমান উন্নয়নের সাথে দুধ ও মাংসের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে দেশে উৎপাদন বাড়ানোর কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাল তীর লাইভস্টক গরু ও মহিষের বংশবৃদ্ধি, ঘাঁড়ের বিকাশ, শুক্রানু সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, মানসম্মতভাবে সংরক্ষণ, বিপণন এবং বিতরণে নিয়োজিত। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪০০ যুবককে কৃত্রিম প্রজনন কর্মী হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, যারা শুল্ক কৃষকদের সাথে গ্রামীণ এলাকায় কাজ করছে। লাল তীর সীড়ের মতোই লাল তীর লাইভস্টক সত্যিকারের একটি সমন্বিত গবেষণা, জাত উন্নয়ন ও প্রজনন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুতে সহনশীল গরু ও মহিষের জাত উন্নত করার লক্ষ্যে লাল তীর লাইভস্টকের বিজ্ঞানীরা অবিরত গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত। গ্রামীণ বাংলাদেশের শুল্ক খামারীদের মাধ্যমে দেশে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা, তাদের আর্থিক সফলতা, জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন, একইসাথে সামগ্রিক গ্রামীণ কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং দেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা কোম্পানির মূল লক্ষ্য, যা জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কমপক্ষে ৮টি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এক নজরে লাল তীর

সদর দপ্তর : ঢাকা, বাংলাদেশ
 মালিকানার ধরণ : প্রাইভেট (ব্যক্তি মালিকানাধীন)
 ওয়েবসাইট : www.lalteer.com

গবেষণা কেন্দ্র

নাম	লাল তীর সীড়, বাসন, গাজীপুর
বর্ণনা	সবজির প্রজনন ও জাত উন্নয়ন কেন্দ্র
নাম	লাল তীর সীড়, ভালুকা, ময়মনসিংহ
বর্ণনা	ধান গবেষণা কেন্দ্র
নাম	লাল তীর সীড়, মধুপুর, টাঙ্গাইল
ধরণ	মাতৃ বীজ উৎপাদন ও নতুন উন্নতি জাতের বৈশিষ্ট্য রক্ষণাবেক্ষণে ক্রমাগত প্রজনন কেন্দ্র
নাম	লাল তীর সীড়, রামপাল, বাগেরহাটি
ধরণ	আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে জৈব-অজেব, চাপ সহনশীল এবং লবণাক্ত সহিষ্ণু জাতের প্রজনন কেন্দ্র
নাম	লাল তীর লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট (বিডি) লিমিটেড,
ধরণ	উথুরা, ভালুকা, ময়মনসিংহ গবাদি পশু প্রজনন কেন্দ্র / জেনেটিক ফার্ম



আব এড ডি (R&D) বাসন, গাজীপুর